অসৎ উপায়ে 'আদম আমদানি'

কর্ণফূলী রিপোর্ট

পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল. দরীদ্র ও দুর্নীতিপরায়ন দেশ বাংলাদেশ। নেতা থেকে পীর-মুর্শিদ, ভিখারী থেকে ধনকুবের প্রায় সকলেই যেন অসৎ ও চরিত্রহীন। কাউকে বিশ্বাস করা যায়না, সকলের মগজে কিলবিল করছে দুষ্টুপোকা। আরবের মক্কার পর পৃথিবীর দ্বিতিয় বৃহত্তম ইসলামীক সম্মেলন (বিশ্ব ইজতেমা) হয়ে থাকে এই দুর্ভাগা দেশে, একদিনের স্থলে এখন দুদিন হয় 'আখেরী মোনাজাত'। মিনিট থেকে ঘন্টা গড়িয়ে যায় মোনাজাতের মেয়াদ। তাকে তুষ্ট করতে 'পবিত্র শুক্রবার'কে সাপ্তাহিক জাতীয় ছুটির দিন করা হলো। রাজধানীর মোড়ে মোড়ে হাজারো মসজিদ ও দেশের আনাচে কানাচে লক্ষ লক্ষ মসজিদ গড়ে তোলা হলো। দেশের মাটিকে পুত-পবিত্র করতে ১৯৪৭ সন পর বিভিন্ন সময়ে কয়েক ধাপে দেশের হিন্দুদেরকে তাড়িয়ে পাশ্ববর্তি হিন্দুস্থান এবং দক্ষিন-পূর্বাঞ্চল ও পটুয়াখালীর বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শেষ অবশিষ্ঠ কিছু নিরীহ মারমাকে ঠেলে বার্মায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। অতি নগন্য ও ক্ষুদ্রতর খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অনেককে নানা প্রক্রিয়ায় অত্যাচার চালিয়ে বের করে দেয়া হলো। তবুও সৃষ্ঠিকর্তা সন্তুষ্ট হননা, দুহাত তুলে 'অল্লাহু-আল্লাহু' জিকির তুলে তাকে যতই ডাকা হয় ততই যেন তিনি বিরক্ত হন, দুরে সরে যান। আর প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা উপায়ে অসুস্থ ও অনাথরূপী এ জাতিকে তিনি শাস্তি দিতে থাকেন। সময়ে সময়ে বঙ্গবন্ধু ও পল্লীবন্ধু এরশাদের মত স্থুল-মস্তিষ্কের নেতাগুলোকে 'নাজিল' করে তিনি চরম শিক্ষা দেন ধর্মান্ধ ও স্বল্পশিক্ষিত এ আবেগপ্রবন জাতিকে। সৃষ্ঠিকর্তা হয়তবা বিরক্ত হয়ে বলেন "ধর্মের নামে দেশের যে সংখ্যালঘুদের তোরা ঠেলে বের করে দিচ্ছিস, দেখিস্ সেই সংখ্যালঘু ধর্মের দেশে গিয়েই একদিন তোদের কামলা দিয়ে রুটি-রুজি অর্জন করতে হবে, প্রয়োজনে স্ত্রী পরিজনের ইজ্জত বন্ধক দিয়েও তোরা সে দেশগুলোতে যেতে মরিয়া হয়ে উঠবি।" বাস্তবে হচ্ছেও তাই। আজ সোনার বাংলার 'মুসলমান-সোনা'রা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে ক্ষেত-খামারে কোদাল মারছে, কোলকাতা থেকে সুদুর কন্যাকুমারীর মত শহরগুলোতে রিক্সা, টেক্সি চালানো থেকে শুরু করে কল-কারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশী মুসলমান শ্রমিকের সংখ্যা আশঙ্কারূপভাবে দিন দিন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও দুর্ভাগা মুসলমান-সোনাদের কাছ থেকে আজ হিন্দুস্থান রক্ষা পাচ্ছেনা। ভারতের একটি ভিসা এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশীদের কাছে সোনার হরিণ সম। এমনকি গোঁদের বিষ ফোঁড়া থেকে শুরু করে কর্কট রোগের অপারেশন সহ যেকোন চিকিৎসার জন্যে 'চল যাই, ভারতে যাই'। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দেশ থাইল্যান্ড, দঃ কোরিয়া ও জাপানে যাওয়ার জন্যে যদি পারে তবে সহদরার ইজ্জতও বিকিয়ে দেন অনেক অভাগা। আর খৃষ্টানের দেশ অষ্ট্রেলিয়া, এ্যামেরিকা, ইংল্যান্ড সহ কানাডা যাওয়ার জন্যে তো দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটিও নিঃশেষ করে দিতে রাজি আছে দেশের ১৬ কোটি জনতার প্রায় সকলেই। [গত কুড়ি বছরে এ্যামেরিকার ও.পি-১ এবং ডি-ভি ভিসার আবেদনকারীদের তালিকা সংগ্রহ করলেই এর সত্যতা দেখা যাবে।]

দেশগ্রামের বছর-পোয়াতি কায়-ক্লীষ্ট জননী তার ১৬টি সন্তানের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারেননা। তাই হতভাগী জননী তার গ্রামের কোন ধনী মাতব্বরের বাড়ীতে তার সন্তানকে কাজ করতে পাঠিয়ে দেন, হাড্ডিসার মেয়েটিকে অজানা কারো হাতধরে দুর শহরের কোন গার্মেন্টসে চাকুরী করতে পাঠান। গা-গতরে বড় হওয়া ছেলেগুলো একে একে চলে যায় দুরের শহরগুলোতে মুজুরী খাটতে অথবা রিক্সা চালাতে। হতভাগা বাংলাদেশের অবস্থা হয়েছেও আজ তাই। 'নিরোধহীন' সহবাসে জন্ম নেয়া এবং ধর্মের ছায়ায় বেড়ে ওঠা কোটি-কোটি জনতা আজ পরের বাড়ীতে (বিদেশে) গিয়ে দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

যেভাবে হোক দেশ ছাড়তে হবে, বাঁচতে হবে। সকলের মাঝে দেশান্তরী হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা। হতাশা মিশ্রিত এ আকাঙ্খায় সুযোগ নিচ্ছে কিছু রাজনৈতিক-গণিকা, ব্যাবসায়ী ও তাদের পোষ্য আদম-ব্যাপারীরা। দেশের ষোল কোটি জনতা থেকে যদি একজনও কমে তা-ও ভালো। দেশের বেকারত্বের তালিকা থেকে অন্তত একজনের নাম বাদ যায়, বৈদেশীক মুদ্রা উপার্জন আশা থাকে, কিন্তু তাও হয়না এই রাষ্ট্রিয় দুষ্টুজনদের

কারনে। কষ্টার্জিত বৈদেশীক মুদ্রার একটি বিরাট অংশ হুন্ডি নামক চাঁইয়ে আটকা পড়ে বিদেশেই থেকে যায়। চরিত্রহীন নেতা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার্থে অর্জিত ডলার হাতবদল হয়ে দেশে কাগুজে টাকায় পৌঁছায়।

বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে সে প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে আগামী ১৯ই মার্চ ক্ষমতাসীন দলের অংগ সংগঠন যুবলীগের কয়েকজন নেতা ও একজন মন্ত্রী সিডনীতে আসছেন। নেতার সাথে কোন 'হাতা' আসছে কিনা বিষয়টি পরিষ্কার না হলেও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। উক্ত দলটিকে ফুলের তোড়া দিয়ে বিমানবন্দরে স্বাগতম জানাতে যাবে 'কমিউনিটির এ্যাকজিমা'রূপী সিডনীর অতি পরিচিত কিছু স্থানীয় 'রাজনৈতিক গনিকা'।

'আদম আমদানী'র এ বিষয়টি নুতন কিছু নয়, অতিতে অনেকে এভাবে এসেছে, ভবিষ্যতে তাদের 'ভাই বেরাদর'ও হয়তবা একই পন্থায় আসবে। 'আলোকিত আদম' একদিন যেভাবে সিডনীতে এসেছিল ঠিক তারই পথ ধরে তার দুটো ভাই পরপর এসেছিল। তৃতীয়জনকে আনার জন্যে এখন তার যত চেষ্টা। সঙ্গীতানুষ্ঠানের নামে দেশ থেকে দু-একবার অখ্যাত কয়েকটি শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করে ইমিগ্রেশনের বিশ্বস্থতা অর্জন করে 'শেষ রাতে' চুরি করতে সে এখন নানা ফন্দি ফিকির করছে। শেষবারের সঙ্গীতানুষ্ঠানটিতে বেকার ভাইটিকে শিল্পীর 'হাতা' করে এনে 'আলোকিত আদম' এর দীর্ঘদিনের সাধনার পরিসমাপ্তি হবে।

আরেকটি বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে চলতি বছরের মাঝামাঝি সিডনীতে বাংলাদেশের রিয়েল এষ্টেট ও হাউজিং সংগঠন (রিহ্যাব) একটি মেলা উদযাপন করতে যাচ্ছে। উক্ত মেলাতে রিহ্যাব ব্যাবসার সাথে জড়িত প্রচুর বাংলাদেশী নব্য ধনাঢ্যরা সিডনীতে আসবেন আর তাদের সাথে থাকবেন মেলার ষ্টলে কাজ করার জন্যে 'সহযোগী'। যেমনটি হয়েছিল ২০০৪ সনের ডার্লিংহারবারে উদযাপিত 'আদম রফতানী মেলায়'। রিহ্যাব মেলাটির আয়োজক শামীম (ডাকনাম পিচ্চি) নামে একজন ব্যক্তি এবং তার সাথে উপদেষ্ঠা হিসেবে আছেন সিডনীর একজন 'রিয়েল এস্টেট-কাম-রেষ্টুরেন্ট' ব্যাবসায়ী। ওদিকে বাংলাদেশে উক্ত প্রজেক্টে শামীমকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করার কথা দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের প্রবীন ও শক্তিমান নেতা আমীর হোসেন খামু এবং ঢাকাস্থ দীপু (ডাকনাম) নামে একজন ভুমিখোর ব্যাবসায়ী। সিডনীর সহযোগী আয়োজক মেলার জন্যে এখনো সঠিক স্থান নির্বাচন করতে পারেনি। যোগ-বিয়োগ চলছে এখনো মেলাটি কয়দিনের জন্যে কোথায় করলে খরচ পোষানো যায়। উক্ত মেলাকে কেন্দ্র করে মাঠ পরিদর্শনের জন্যে তিন সদস্যের একটি 'অগ্রীম দল' বাংলাদেশ থেকে অতি সহসা সিডনীতে অবতরণ করবে। রিহ্যাবের এ মেলাটি অলিম্পিকের কোন ভেন্যু, হার্ষ্টভীলের মারানা অডিটোরিয়াম অথবা ডার্লিংহারবারের এন্টারটেইমেন্ট সেন্টারে করার পরিকল্পনা চলছে। তবে উক্ত মেলায় বাংলাদেশ থেকে কতজন ভুমি-দস্যু সিডনীতে আসবেন এবং তাদের সাথে কতজন 'সহযোগী' আসবেন তা এখনো নির্ধারন না হলেও ঢাকায় অন্তত ১৬ জন 'সহযোগী' থেকে আয়োজক সংগঠক ইতিমধ্যে অগ্রীম 'মাল-পানি' হাতিয়ে নিয়েছে এবং আরো শ'খানেক ব্যক্তি টাকা হাতে সিনেমার লাইনের মত দাঁড়িয়ে আছে মেলায় সহযোগী হিসেবে সিডনীতে আসার জন্যে। রিহ্যাব অষ্ট্রেলিয় প্রবাসীদের কাছে উক্ত মেলায় ভুমি বিক্রি করতে আসবেন নাকি আরো কিছু 'ক্রীতদাস' প্রবাসে ছেড়ে যাবেন সেটা-ই এখন দেখার বিষয়। প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন শুধু রিহ্যাব মেলার প্রচারনা ও ঘোষনা দেখার অপেক্ষায় আছে।

বাগেরহাটের মুঈজ উদ্দিন একজন প্রতিষ্ঠিত মোটর ম্যাকানিক, ভারতের মাদ্রাজে মাইগ্রেশন নিয়ে বাস করছেন। আজ রবিবার বন্ধের দিন স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছেন। ছবি ঃ বনি আমিন, স্থান ঃ মাদ্রাজ, তারিখ ঃ ০২/০১/১১